চবির পঞ্চম সমাবর্তনে ড. ইউনূসকে ডি-লিট ডিগ্রি প্রদান করা হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক,
চট্টগ্রাম

১২ মে, ২০২৫ ১৯:৫৬

শেয়ার

অ +

অ -

চবির পঞ্চম সমার্বতনের লোগো

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চম সমার্বতনে ৪২ জন পিএইচডি এবং ৩৩ জন এমফিল ডিগ্রিসহ মোট ২২ হাজার ৫৮৬ জন শিক্ষার্থীকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রদান করা হবে। আগামী বুধবার অনুষ্ঠিত হবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চম সমাবর্তন।

সমাবর্তনে নোবেল বিজয়ী প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে ডি-লিট ডিগ্রি প্রদান করা হবে। বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য বিমোচন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে এ ডিগ্রি প্রদান করা হবে।

এ ছাড়া সমাবর্তন বক্তা হিসেবে তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করবেন। আয়োজকরা জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে একসঙ্গে এত গ্র্যাজুয়েট নিয়ে সমাবর্তন হয়নি।

আজ সোমবার (১২ মে) চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে অয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমাবর্তনের সার্বিক প্রস্তুতির বিষয়ে বিস্তারিত জানান। এতে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইয়াহইয়া আখতার, পঞ্চম সমাবর্তন আয়োজক কমিটির সদস্যসচিব ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক ড. মো. এনায়েত উল্যা পাটওয়ারী, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) প্রফেসর ড মো. কামাল উদ্দিন, উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ড. শামীম উদ্দিন খান প্রমুখ।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে পঞ্চম সমাবর্তন আয়োজক কমিটির সদস্যসচিব বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক ড. মো. এনায়েত উল্যা পাটওয়ারী বলেন, ‘সমার্বতেন শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং অতিথিসহ প্রায় ১ লাখ লোকের সমাগম হতে পারে। এতে মানুষের যাতায়ত স্বাভাবিকভাবে কিছুটা বিঘ্ন হতে পারে। তবে আমরা যাতায়াত অসুবিধা মিনিমাইজ করার চেষ্টা করছি। ১০০টি বড় বাস চট্টগ্রাম নগরীর বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে সকাল ৬টা থেকে যাতায়ত করবে।

নির্ধারিত শাটল ট্রেনে করেও সমাবর্তীরা আসবেন।

অধ্যাপক এনায়েত উল্যা পাটওয়ারী বলেন, সমাবর্তনের বাজেট ধরা হয়েছে প্রায় ১৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে অংশগ্রহণকারীদের থেকে প্রায় সাড়ে ছয় কোটি টাকা নেওয়া হচ্ছে। তবে এই ছয় কোটির মধ্যে দুই কোটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাগারে জমা হবে। সেই হিসাবে প্রায় ১০ কোটি টাকা বাজেট ঘাটতি থাকছে।

অনুষ্ঠানে সবচেয়ে বেশি খরচ হচ্ছে প্যান্ডেল, সাজসজ্জা ও আসন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়েছে, সমাবর্তী শিক্ষার্থীরা চাইলে ১২ ও ১৩ তারিখ স্ব স্ব বিভাগ থেকে গাউন ও টুপি সংগ্রহ করতে পারবেন এবং সমার্বতনের দিনও সকাল ৭টা থেকেও তারা এটি বুঝে নিতে পারবেন। অনুষ্ঠান শেষে গাউন জমা দিয়ে সমাবর্তী শিক্ষার্থীরা সার্টিফিকেট ও উপহার সামগ্রী বুঝে নেবেন। সমাবর্তনে অংশগ্রহণকারী সকলকে দুপুর একটার মধ্যে অবশ্যই অনুষ্ঠানের মূল প্যান্ডেলে প্রবেশ করতে হবে এবং অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার আগে প্যান্ডেল ত্যাগ করা যাবে না।

সংবাদ সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার বলেন, শিক্ষার্থীদের সমাবর্তন পাওয়ার যে অধিকার, ‘সেটা থেকে তারা সাড়ে ১৪ বছর বঞ্চিত ছিলেন। এ কারণেই সমাবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের ডিগ্রির অভাব নেই। এরপরও তাকে আমরা সম্মানিত করতে চেয়েছি। তাকে সম্মানিত করতে পারলে বিশ্বব্যাপী আমরাও সম্মানিত হব।’

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, সমাবর্তনে শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক চৌধুরী রফিকুল আবরার, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম (বীরপ্রতীক), বিদ্যুৎ ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সভাপতি অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজ উপস্থিত থাকবেন।